শ্রাবণ মাসের কাল বিলে ভরা জল।
টল্ টল্ করে জল গভীর অতল।।
অ-ঠাঁই জলেতে চলে হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
লোক দেখে চলে প্রভু হাতে সাঁতারিয়া।।
যশোর জেলায় মধ্যে কালিয়া থানায়।
খামার নামেতে গ্রাম বিল মধ্যে রয়।।
তাহার উত্তর সীমা জলে ভরা বিল।
নানা জাতি সর্প সেথা করে কিল্ কিল্।।
পাতলা হইতে দূর খামার অনেক।
অনুমান হবে দূর মাইল আষ্টেক।।
কৃষাণ লক্ষ্মণ তার ভাই রামচাঁদ।
দুই ভাই এক না'য়ে যায় এক সাথ।।
একাদশ হস্ত দীর্ঘ নূতন নৌকায়।
কাজ শেষ করি দোঁহে গৃহে ফিরে যায়।।
জলমধ্যে দেখে এক পুরুষ সুন্দর।
বলিষ্ঠ উন্নত দেহ দেখে লাগে ডর।।
সাঁতার কাটিয়া চলে গায়ে বাঁধে ধাপ।
অবহেলে চলে দেখে লক্ষ্মণ বলে 'বাপ'।।
মৃদু হাসি গোস্বামীজী বলে 'তোরা শোন্।
তোদের নৌকায় মোরে নিবি কি এখন।।'
মনে ভয় অবজ্ঞায় দুভাই তখন।
নৌকায় তুলিয়া লয় গোস্বামী রতন।।
নৌকা 'পরে উঠি প্রভু বলে আর বার।
'তামাক সাজিয়া দেরে শীতেতে কাতর।।'
একে তো অলস বোঝা তুলেছে নৌকায়।
বৈঠা রেখে কেবা কা'রে তামাকু পিয়ায়।।
স্তব্ধ রহে দুইজনে কথা নাহি কয়।
মনোভাব বুঝি প্রভু চাপ করে রয়।।
দুই ভাই রামচাঁদ লক্ষ্মণ সুজন।
কুষ্ঠ ব্যাধি যুক্ত ছিল সারে না কখন।।
তবে তো সন্ধ্যা পূর্ব্বে আইচগাতী গাঁয়।
যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের বাড়ী গরুর গড়ায়।।
রামচাঁদ বলে "তুমি নাম গো এখন।
এইতো বিশ্বাস বাড়ী করহে গমন।।"
শুনি কথা মহাপ্রভু উঠিয়া দাঁড়ায়।
গুরা পরে ভর দিয়া নামিছে ডাঙ্গায়।।
নূতন নৌকার গুরা কাঠ তার জব্দ।
পদ ভরে ভেঙ্গে গেল হ'য়ে মহাশব্দ।।
দেখিয়া অসীম শক্তি বিস্মিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে হায়! হায়! এই কোনজন।।
পূবের পোঁতার ঘরে গোস্বামী বসিল।
ভয়ে ভীত লক্ষ্মণ সে পিছে পিছে গেল।।
জিজ্ঞাসা করিয়া জানে প্রভু হীরামন।
কৃপা করি এল তার নৌকাতে এখন।।
অনুশোচনার ভাবে লক্ষ্মণ সুমতি।
তাম্রকুট কেন নাহি দিনু মন্দগতি।।
ত্বরা করি নৌকা 'পরে সে লক্ষ্মণ যায়।
এসব বারতা তবে রামচাঁদে কয়।।
প্রেমাপ্লুত দুই ভাই তামাকু সাজিল।
অগ্রে চলে লক্ষ্মণ সে হুকা হাতে নিল।।
পিছু পিছু রামচাঁদ মনে তার ভয়।
অপরাধ করিয়াছি কি জানি কি হয়।।
উপনীত দুই ভাই গোস্বামীর ঠাঁই।
হুকা হাতে দিয়ে বলে "তোমা চিনি নাই।।"
বলামাত্র অগ্নিনেত্র প্রভু হীরামন।
বলে "রে পাষন্ড তোর নিশ্চয় মরণ।।"
লক্ষ্মণের চুলে ধরি দিল এক টান্।
পৃষ্ঠেতে হুকাটি তার করে খান্ খান্।।
দন্ড দেখি দৌঁড় দিল রামচাঁদ ভাই।
লক্ষ্মণের কুষ্ঠ সারে রাম সারে নাই।।
ভকত চরিত্রে দেখি বিপরীত ভাব।
দন্ড দিয়ে করে কৃপা অপার বিভব।।
নিয়ম সমাজ চলে সীমাবদ্ধ যাহা।
অসীম গুণের গুণী মানে না'ক তাহা।।